১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২, ২৮ ভাদ্র ১৪২৯, ১৫ সফর ১৪৪৪ হিঃ রেজিঃ কে এন ঃ ৩৪০, ম

রূপসা বাংলাদেশ
www.prabartan.com
THE DAILY PRABARTAN দৈনিক
প্রবর্তন
সততাই আমাদের সাহস

Like Comment Share

রূপসায় ৩ বিঘা নিজস্ব জমিতে হরেক রকম আমসহ ফলজ বাগান করলো আজমল ফকির

ফ ম আইয়ুব আলী, রূপসা ....

শখের বসে নতুন জাতের আম চাষ করে ব্যাপক সাফল্য পেতে চান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের কোষাধ্যক্ষ আজমল ফকির। রূপসা উপজেলার নৈহাটি ইউনিয়ন সামন্তসেনা গ্রামে এ সাফল্য দেখিয়েছেন আজমল। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ছোটোবেলা থেকে প্রকৃতির প্রতি টান'ই ছিলো আজমল ফকিরের। এরপর থেকে প্রকৃতির নেশা তার পিছু ছাড়েনি। ব্যবসা, রাজনীতির পাশাপাশি বৃক্ষরোপন, ফুল বাগান এবং পরিচর্যার নেশা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি শুরু করেন ফলজ বাগানের কাজ। আগামী প্রজন্ম বিষমুক্ত ফল পাবে এমন চিন্তা থেকেই সামন্তসেনা গ্রামে এই বাগানের উদ্যোগ। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের বিশ্বস্ত হাতিয়ার আজমল ফকির। বাংলাদেশ সরকারের সফল প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা ছিল যার যেখানে সুযোগ আছে এক ইঞ্চি জায়গাও ফেলেরাখা যাবেনা বৃক্ষরোপন করতে হবে। এ ঘোষনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজস্ব ৩ বিঘা জমিতে ফলজ বাগান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রোপন করা হয় কিছু পেঁপে, সিডলেস লেবু, আম্রপালি সহ হরেক রকম নতুন জাতের আমের চারা। এই বাগানের পরিচর্যার দায়িত্ব নিজেই দিন মজুরের মাধ্যমে দেখাশুনা করেন। গত বছর গাছের চারা রোপন করা হয়েছিল। কিছু কিছু গাছে মুকুল আসলে সেগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বছরের শুরুতে ১লক্ষ টাকায় আম্রপালি জাতের আমের চারা রোপন করা হয় ৩০০টি । এছাড়া হিমসাগর, বারি-৪ আম,কাটিমন,উন্নত জাতের পেঁপে সিডলেস লেবুসহ হরেক প্রজাতির প্রায় ৫/৬ শত চারা রোপন করা হয়। এখন পেঁপে ও সিডলেস লেবু গাছে প্রচুর ফল ধরেছে। বিক্রি করলে প্রচুর টাকা লাভ হবে।

উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সোহেল রানা জানান, ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা কৃষি অঞ্চলের অভিযোজন প্রকল্পের ফল বাগানে চুই ঝাল চাষ। এটি একটি নতুন চাষাবাদ কৌশল যা দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষকের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আজমল ফকির শখের বিষয় একটি আমবাগান করতে চেয়েছিল।সোহেল রানা তাকে বিভিন্ন প্রকারের আমের জাত এবং কৃষি অফিস কর্তৃক কিছু আম গাছ ও চুই ঝাল কৃষককে দেন। কৃষক এটি খুব আগ্রহ সহকারে রোপন ও পরিচর্যা করেন। সামন্তসেনার কৃষক সহ রূপসায় ১/ ২ শত কৃষক এই প্রদর্শনী করে আর্থিকভাবে লাভবান হবে আশা করছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। একসাথে যেমন আম পাওয়া যাবে এবং দুই বছর পর ৫-৭ কেজি চুইঝাল পাবে প্রতি গাছ হতে। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সোহেল রানা সব সময় কৃষকের পাশে থেকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কৃষকদের আর্থিক লাভবান করার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তিনি কৃষকদের সাথে নিবিড় ভাবে মিশে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

আজমল ফকির জানান,কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শে বাগান পরিচর্যা শুরু হয়। বাগান সংরক্ষণে বাশ এবং পরিচর্যার শ্রমিক মজুরি, সার ও পানি দেয়াসহ সব মিলে এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে প্রায় ২ লাখ টাকা। আশা করা যায় মৌসুমে এবার আমের মুকুল ভালো হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়াতে পারলে আমের ফলন খুব ভালো হবে।

উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ ফরিদুজ্জামান বলেন এ আম বাগানে উপজেলা কৃষি অফিস হতে ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্পের আওতায় ফল বাগানে ঝাড় চুই বিতরণ করা হয়। যার ফলে আন্ত ফসল চাষ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। ফলজ বৃক্ষের পাশাপাশি চুই ঝাল চাষের মাধ্যমে কৃষক বাড়তি লাভবান হবে।আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি বিষ ও জীবাণুমুক্ত ফলজ বাগান তৈরি করতে। তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি। অফিস থেকে চুইঝাল ১৫০পিচ ও সার দিয়েছি। উন্নত জাতের আম এক গাছ এক বছর ফলে পরের বছর ফলে না। আম্রপালির বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিবছর ফলে। মিষ্টতার পরিমাণ ন্যাংড়া বা হিমসাগরের চেয়ে বেশি। গাছের জীবনকাল সংক্ষিপ্ত কিন্তু গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ১৬ টন। এছাড়া কাটিমন বছরে ২-৩ বার ফল ধরায় আমের অভাব পূরণ হয়। তেমনি বারি-৪ আম সিজনের শেষে পাকে এবং খেতে ও সুস্বাদু সুমিষ্ট হয়।

তাছাড়া অসাম্প্রদায়িক দুর্ভেদ্য এক প্রাচীরের নাম আজমল ফকির। তিনি ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রূপসা উপজেলার নৈহাটি ইউনিয়নের সামন্তসেনা গ্রামের সমভ্রান্ত, বুনিয়াদী ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। আজমল ফকির শিশু বয়স থেকেই নির্যাতিত, নিপিড়ীত, ছিন্নমুল মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামের একজন সৈনিক হিসেবে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছেন। আজও তার এ সংগ্রাম অব্যাহত আছে। ঈদের সময় সামন্তসেনা গ্রামের গরিব মুসলিম পরিবারে নতুন কাপড় ঈদের বাজারসহ সকলের পাশে থাকেন।

অনুরুপ ভাবে পুজার সময় গরিব হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের লোকও আজমল ফকিরের সাহায্য সহযোগীতা থেকে বঞ্চিত হয়না। তাছাড়া আজমল ফকির একটি প্রসিদ্ধ কাজ হলো বৃদ্ধ অসহায় রোগীর সেবা করা। তার সেবার মান একপা দুপা করে ইউনিয়নের সকল গ্রামে চলমান আছে। দল মত নির্বিশেষে সামন্তসেনা বেকার যুবকরা আজমল ফকিরের কাছ থেকে আর্থিক সেবা নিয়ে থাকে। তার সেবায় মুগ্ধ হয়ে সকল শ্রেনীপেশার মানুষ তাকে ভালোবাসে এবং দলীয় নেতাকর্মীরা তাকে আওয়ামীলীগের ডোনার হিসেবে আজমল ভাই হিসেবে অভিহিত করেন।